Re. ২.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : V Issue : I, 15th April, 2016 বৈশাখ, ১৪২৩, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN / 2012/ 46375

শুভ নববর্ষের প্রীতি
ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

১৪২৩ বঙ্গাব্দ

গত ১৮মার্চ ২০১৬ "ফিজিওথেরাপি সেন্টার" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন রামমোহন মিশন স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রী সুজয় বিশ্বাস, মঞ্চে উপবিষ্ঠ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সত্যদেবানন্দ মহারাজ ও সংস্থার সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী।

সমস্ত সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আবেদন

'ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকে ১৮ই মার্চ আধুনিক সরঞ্জাম সহ একটি ফিজিও থেরাপী কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে। কেন্দ্রটি গড়ে তুলতে আনুমানিক দুই লক্ষ (২,০০,০০০) টাকা প্রয়োজন। এই তহবিল গঠনের জন্য সদস্য / সদস্যা নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

নগদে বা ব্যাঙ্কের চেকের মাধ্যমে দান পাঠাতে পারেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানে যে কোন দান ভারত সরকারের নির্দেশানুযায়ী ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।

ধন্যবাদ সহ,

পেলব মুখার্জী
সভাপতি

দীপেশ মিত্র
সম্পাদক

শুভ পয়লা বৈশাখ

অশোক রঞ্জন ধর –

বাংলা বছরের প্রথম দিনটি শুরু হয় নতুন আশা-আকাঙ্খা নিয়ে। অনেক পরিবারেই ১লা বৈশাখের শুভ দিনটি মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে পালিত হয়।

১লা বৈশাখ দিনটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌যাপনের প্রথাচালু হয় ৯৬৩ বঙ্গাব্দে (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে। তখন কৃষকদের নিকট থেকে কর আদায় করা হোত। 'হিজরী পঞ্জিকা' অনুসারে এটি আবার চান্দ্র বৎসর অনুযায়ী রচিত। কৃষি-বর্ষের সঙ্গে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আর্থিক বৎসরের সঙ্গতি ছিল না। কৃষকদের প্রায়শই মরশুমের বাইরে অসময়ে কর দিতে হোত। অসময়ে কর দিতে তাদের যথেষ্ট দুঃখ দুর্দশার মধ্যে পড়তে হতো। এই অবস্থায় সম্রাট আকবর, যিনি শাসন

ব্যবস্থায় নানাপ্রকার পরিবর্তন এনে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন, কর আদায়ের ব্যবস্থা সরলীকরণের জন্য তিনি পঞ্জিকার সংস্কার সাধনের আদেশ দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রখ্যাত পন্ডিত ও জ্যোর্তিবিদ ফতেউল্লাহ সিরাজ হিজরী চান্দ্র বৎসর ও বাংলা সৌর বৎসরের পঞ্জিকা তৈরী করেন। বৌদ্ধ যুগের আগে বৈশাখ মাসকে বাংলা বছরের প্রথম মাস ধরা হত না। সূর্যের উত্তরায়ন থেকে বছরের শুরু হত। তাই অগ্রহায়ণ মাসেই নববর্ষের শুরু হত। এই সময় নতুন ধান উঠত। নবান্ন উৎসবে নতুন বছরের শুরু হত। তবে বৌদ্ধ যুগ থেকে বৈশাখ মাসে শুরু হওয়ার কারণ এই মাসে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন এবং তপস্যা করে মহানির্বাণ লাভ করেন।

বছরের প্রথমদিকে দেনা-পাওনা শোধ করে দেওয়া ছিল এদেশের চিরন্তন পরম্পরা। যা অনুসরণ করে আরম্ভ হয় নতুন বছরের হিসাবের খাতা খোলার পদ্ধতি - যা বর্তমানে 'হালখাতা' নামে পরিচিত। ঐ দিন ব্যবসায়ীরা তাদের ক্রেতা ও উপভোক্তাদের সাদরে আমন্ত্রণ করে থাকেন। পূর্বে জমিদারদের বাড়ীতে পয়লা বৈশাখ মূলতঃ খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে একটি অনুষ্ঠান হত। তার নাম ছিল 'পুণ্যাহ'। জমিদারের প্রজারা একে একে এসে খাজনা মেটাতেন। বাংলায় পয়লা বৈশাখের উৎসবের রূপ দিয়েছিলেন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ। সকল জমিদারের নিকট বর্ষবরণের জন্য নিমন্ত্রণ যেত। মূর্শিদাবাদ হয়ে যেত উৎসব নগরী। খাজনার পুরনো কিস্তি মিটিয়ে নতুন চুক্তির কিস্তি জমা দিয়ে চলত খানা পিনার আসর। তারপর চলত খেতাব বিতরণের পালা। দেখা যায় দেশের বিভিন্নরাজ্যে পৃথক পৃথক দিন / মাসে নববর্ষ পালিত হয়। তবে ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমেই সম্ভবত পয়লা বৈশাখ পূর্ণাঙ্গ উৎসবের রূপ পায়। এর রূপকার ছিলেন স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাই হোক, বাঙালীর কাছে পয়লা বৈশাখ ছাড়াও বৈশাখ মাস অতীব গুরুত্বপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের জন্মমাস বলে। কবিগুরুর কথাতেই পয়লা বৈশাখকে আহ্বান জানাই ....

"এসো এসো নূতন দিবস।
ভরিলাম পূণ্য অশ্রুজলে
আজিকার মঙ্গলকলস।"

হাঁটুর ব্যাথা

মৃগেন গাঁতাইত

চল্লিশ বছর বয়স পেরোলে হাঁটুর ব্যথা সকলেরই হয়। হাঁটুর ব্যাথার অনেক কারণ আছে। সবচেয়ে বেশি হয় অস্টিওআর্থ্রাইটিসের জন্য - যা হল হাঁটুর দুটো লম্বা হাড়ের মধ্যে থাকা কার্টিলেজের (যেমন কাঠের সোফার উপরে গদি থাকে) ক্ষয় হয়ে যাওয়া। গদি কোথাও কোথাও ক্ষয়ে যায়, সেখানে ছোট ছোট হাড় গজিয়ে যায় যেগুলোর খোঁচায় ব্যথা যন্ত্রণা হয়। এর ফলে হাঁটু ফুলে যায়, চলাফেরা করতে যন্ত্রণা হয়। রোগটা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। কখনো কখনো এমন হয় যে দুটো হাড় প্রায় ঘষা লেগে যায়।

হাঁটুতে এই রোগ বেশি হয় কারণ হাঁটুর উপরে দেহের ওজন অনেক বেশি পড়ে, একই সঙ্গে হাঁটুর নড়াচড়া অনেক বেশি হয়। দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে যেমন মোড়ার গদি চ্যাপ্টা হয়ে বসে যায়, তেমনি হাঁটুর কর্টিলেজ ক্ষয়ে সরু হয়ে যায়। সবার যে একই রকম হবে তা নয়। তাই হাঁটুর ব্যাথা সামান্য শুরু হলেই বেশ কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ। 'দেখা যাককী হয়' গোছের মনোভাব নিয়ে অনেক দেরি করা উচিৎ নয়।

প্রথমেই শুরু করতে হয় হাঁটুর ব্যায়াম যাতে করে হাঁটুর উপরে উরুর পেশী (কোয়াড্রিসেপস্) শক্তিশালী হয়। শক্তিশালী উরুর পেশী হাঁটুর নড়াচড়াকে অনেক সংযত করতে পারবে, তাতে হাঁটুর ক্ষতি হবার প্রবণতা কমে যায়।

দ্বিতীয়তঃ, হাঁটু মুড়ে না বসা। পায়খানা প্রস্রাব করার সময় কমোড ব্যবহার করা দরকার। যাদের বাড়িতে কমোড পায়খানা নেই তারা কমোড চেয়ার কিনে একই পায়খানা ব্যবহার করতে পারবে।

হাঁটু মুড়ে বসে রান্না করা চলবে না। একটা টুলের উপর বসে রান্না করতে হবে। যারা গ্যাসে রান্না করে তারা একটা উঁচু টুলে বসবে, পা রাখার জন্য টুলের সঙ্গে একটা ছোট পাদানি লাগিয়ে নেবে। পুজো বা নামাজ পড়া টুলে বসে করা উচিৎ।

তৃতীয়তঃ, খুব বেশি ভারি জিনিস বহন করা যাবে না। কাজের ধরন একটু পাল্টে নিতে হবে। যেমন, পুরো এক বালতি জল না নিয়ে সিকি বালতি চারবার নেওয়া

ভাল। এমনিভাবে জীবিকার কাজগুলো করার উপায় নিজেকে ঠিক করে নিতে হবে যাতে একসঙ্গে হাঁটুতে বেশি চাপ না পড়ে।

চতুর্থতঃ যন্ত্রণা কমানোর ওষুধ খেলে প্যারাসিটামল ৫০০ মিগ্রা. (অথবা ৬৫০ মি.গ্রা) দিনে তিনবার খাবার পরে নিশ্চিন্তে খাওয়া যায়। প্যারাসিটামল অনেক নিরাপদ ওষুধ। এতে কাজ না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। আকুপাংচার চিকিৎসা করলে উপকার পাওয়া যাবে।

পঞ্চমতঃ, হাঁটুর অস্ত্রোপচার Total Knee Replacement (TKR) করার প্রয়োজন হয় যখন হাঁটুর দুটো হাড় প্রায় ঠেকে গেছে, এক্সরে করলে তা দেখা যায়। তখন রোগী সামান্য চলাফেরাও করতে পারে না। অস্ত্রোপচারে কার্টিলেজ বাদ দিয়ে সেখানে অন্য কিছু পদার্থ দিয়ে তৈরি জিনিস বসিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণভাবে বেশির ভাগ রোগীর কষ্ট চলে যায়, যদিও কিছু ক্ষেত্রে সফলতা আসে না। হাঁটুর অস্ত্রোপচার TKR করার জন্য এখন অনেক কর্পোরেট হাসপাতাল প্রচুর বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ নিজের হাঁটুতে কাজ চালিয়ে নেওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ নিজের হাঁটু রাখাই বাঞ্ছনীয়। আমেরিকায় এক সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রায় ৭০ শতাংশ টি.কে.আর - এর বাস্তবে প্রয়োজন ছিল না।

ডাঃ হেনরী নর্মাণ বেথুনের ও বেথুন ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানের বিবরণ।

ডাঃ হেনরী নর্মান বেথুনের ১২৬তম জন্মবার্ষিকী ও বেথুন ইন্সটিটিউটের ১১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ১৩ই মার্চ ২০১৬, রবিবার এক অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। কৃত্তিকা রায় চৌধুরীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

বিগত বছরে বেথুন ইন্সটিটিউট এবং জয় ইউনিয়নের যে সকল সদস্য প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন শ্রী দীপেশ মিত্র।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন ৩রা মার্চ ডাঃ নর্মান বেথুনের জন্মদিন ও ১৩ই মার্চ সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস। উভয় দিনকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষে আজ আমরা এখানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। ১৩ই মার্চ ২০০৫ সালে আমাদের এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অনেক দিন পেরিয়ে এসেছি। এ সময়ে আমরা অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেছি যাতে আমাদের লক্ষ্য পূরণ করতে পারি-চিন্তা ভাবনার সফল রূপায়ন করতে পারি। যার চিন্তা -ভাবনার ফসল আজকের বেথুন ইন্সটিটিউট আসুন আমরা তাঁকে স্মরণ করি। তিনি আর কেউ নন-তিনি প্রয়াত বিমল চ্যাটার্জী। শ্রমিক পরিবার আর সাধারণ মানুষকে যাতে চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য আমরা সচেষ্ট। যার নামে সংগঠনের নাম করন করা হয়েছে সেই ডাঃ নর্মান বেথুনকে চির স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমাদের নতুন চেষ্টা হলো ফিজিওথেরাপি সেন্টার যা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকে। ৮ জানুয়ারী ২০১৫ প্রতিষ্ঠা করেছি এই ক্লিনিকের। ১৮ মার্চ ২০১৬ উদ্বোধন করা হবে ফিজিওথেরাপি সেন্টার। এটি আমাদের নতুন সংযোজন।

তারপর বক্তব্য রাখেন সংস্থার সহ-সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন যেহেতু একমহান মনীষির নামে আমাদের এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছি তার ফলে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। আজ আমরা তাঁর ১২৬তম জন্মবার্ষিকী ও সংস্থার ১১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রতি বছরই আমরা কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করে থাকি। এবছরও সম্মাননা জানানোর জন্য ৮ জনের নাম ঠিক করা হয়েছে।

ডাঃ নর্মান বেথুনকে স্মরণ করতে গিয়ে তিনি বর্তমান পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেন। আজকের দিনে যেভাবে সমাজের সার্বিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে তা বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে বর্ণনা করেন। ডাঃ হেনরী নর্মান বেথুনকে স্মরণ করতে হলে তাঁর আদর্শ ও প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে আমাদের চলতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে তাঁর জন্ম কানাডায় কিন্তু তিনি সেখানে সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিনি স্পেন ও চীনে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের যে ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেছেন তা ভাবা যায় না, যা

সেখানে ইতিহাস হয়ে রয়েছে। প্রবীণ ব্যক্তিদের সেবার উদ্দেশ্যে জয় ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জীর প্রচেষ্টায় এই সংস্থা গড়ে উঠেছে। আমরা ১০ বছর পার করে আজ ১১বছরে পা দিলাম। আমরা কতটুকু করতে পেরেছি তার বিচার বিশ্লেষণ না করে কিভাবে আমাদের অভিষ্ট লক্ষে পৌছাতে পারব সেই বিবেচনা করে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। তারপর সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

সহ-সভাপতি শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী বলেন আপনারা জানেন গত ৮ জানুয়ারী ২০১৫। ৯০/১ প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৯৫ জয় কো-অপারেটিভের বাড়ীতে আমরা ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক চালু করি। পরবর্তীতে বেথুন ক্লিনিককে সম্প্রসারণ করে ফিজিওথেরাপির যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে। আপনাদের সকলের কাছে অর্থ প্রদান এবং অর্থ সংগ্রহের আবেদন জানানো হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ২ লক্ষ টাকা সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্রা ঠিক করা হয়। এখন পর্যন্ত আমরা আমাদের লক্ষ্য মাত্রা পূরণ করতে পারিনি। আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ আপনারা এব্যাপারে সচেষ্ট হন। এখন পর্যন্ত যারা অর্থ প্রদান করেছেন তাদের নামের তালিকা পাঠ করবেন শ্রী স্নেহাংশু চাকদার।

শ্রী স্নেহাংশু চাকদার বলেন আমাদের ফিজিওথেরাপি সেন্টারের জন্য যারা অর্থ প্রদান করেছেন। তাদের নাম ঠিকানা সহ প্রদেও অর্থের পরিমাণ পাঠ করছি। এখন পর্যন্ত মোট সংগ্রহ ১,০৫১০৪ টাকা তিনি সকলের কাছে অর্থ সংগ্রহের আবেদন জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ডাঃ প্রাণ শংকর সাহা। তিনি বলেন 'বেথুন ইন্সটিটিউট' এর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই আমি এর সথে যুক্ত আছি এবং ডাক্তারী পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছি। যতদিন সুস্থ থাকব বেথুনের সাথে যুক্ত থেকে কাজ করে যাব। প্রতি বৃহস্পতিবার বেল্য ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত বেথুন ক্লিনিকে ডাক্তারী পরিষেবা দেওয়ার কথা ব্যক্ত করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী বলেন এখন শুরু হবে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। যাদের আজ সম্মাননা জানানো হবে তারা হলেন - শ্রী সুনীল কুমার সরকার, শ্রী সুনীল রঞ্জন সরকার, শ্রী প্রফুল্ল দাস, শ্রী শঙ্কর গাঙ্গুলী, শ্রী সুনীল কুমার নাথ, শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ দস্তিদার, শ্রী শংকর দাস, শ্রী জগদীশ চন্দ্র সাহা। প্রথমে শ্রী সুনীল কুমার সরকার কে মঞ্চে আহ্বান করা হয়। তাকে ফুলের স্তবক মেমেন্টো, উত্তরীয়, মানপত্র ইত্যাদি দিয়ে সম্মাননা প্রদান করেন সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী। তারপর একে একে অন্যদের সম্মাননা প্রদান করেন সহ সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য, সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র, সহ সভাপতি শ্রী সনৎ লাহিড়ী, সহ -সভাপতি ডাঃ প্রাণ শংকর সাহা, সহ সম্পাদক শ্রী অশোক রঞ্জন ধর। অসুস্থতার জন্য শ্রী জগদীশ চন্দ্র সাহা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেনি। তাকে বাড়িতে গিয়ে সম্মাননা প্রদান করেন ডাঃ বীরেন মজুমদার। তাদের জীবনপঞ্জী পাঠ করেন সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র। সম্মাননা প্রদানে সার্বিকভাবে সাহায্য করেন কোষাধক্ষ্য শ্রী নারায়ণ ঘোষ। যাদেরকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে তারা তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বেথুন ইন্সটিটিউটের কাজ কর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা আরো বলেন সংস্থার কোন কাজে তাদের প্রয়োজন হলে তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। তার পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথমে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী গৌতম চ্যাটার্জী। শ্রীমতী শিপ্রা ব্যানার্জীর সঙ্গীতের মাধ্যমে সংগীতানুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী।

ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকে ফিজিও থেরাপি সেন্টার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিবরণ।

১৮ই মার্চ ২০১৬ শুক্রবার বিকাল ৪টায় ৯০/১, প্রিন্স গোলাম হুসেন শা রোডস্থিত জয় কো-অপারেটিভের বাড়ীতে ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সহ একটি ফিজিও থেরাপি সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়। ডাঃকৃষ্ণা হালদারের উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করা হয়।

সহ-সভাপতি শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী উপস্থিত

সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন আজ আমাদের আনন্দের দিন। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জী ও তার সহ যোদ্ধাগণ যে উদ্দেশ্যে নিয়ে বেথুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আজ আমরা তার আংশিক স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য অর্থপেডিক হাসপাতাল। আজ এখানে একটি অত্যাধুনিক ফিজিওথেরাপি সেন্টার ও ডাক্তার চেম্বারের উদ্বোধন করে হবে। আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সত্যদেবানন্দ মহারাজ। তিনি আমাদের ফিজিও থেরাপি সেন্টার ও ডাক্তার চেম্বারের উদ্বোধন করা হবে। আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সত্যদেবানন্দ মহারাজ। তিনি আমাদের ফিজিও থেরাপি সেন্টার ও ডাক্তার চেম্বারের উদ্বোধন করবেন। তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা। অনুপ্রেরণা। সেবাদানের উদ্দেশ্যেই আমরা একাজ শুরু করেছি। সরকারী হাসপাতালে প্রচুর চাপ। তাছাড়া বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা সাধারণ মানুষের আয়ত্বের বাইরে। এই সকল অবস্থা চিন্তা করে এবং আমাদের উত্তরসুরিদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যই আমাদের পদক্ষেপ। আপনাদের সকলের সহযোগীতা কামনা করি।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সত্যদেবানন্দ মহারাজ। ফিতা কেটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে ফিজিও থেরাপি সেন্টার ও ডাক্তার চেম্বারের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথিকে ফুলের স্তবক, মেমেন্টো ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করেন সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী। সভাপতি উপস্থিত সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন আজ আমাদের আনন্দের দিন। গত ৮ই জানুয়ারী ২০১৫ আমরা এখানে ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেছি, এ সময়ই আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম একটি অত্যাধুনিক ফিজিওথেরাপি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করব। আজ সেই ফিজিও থেরাপি সেন্টার সঙ্গে ডাক্তার চেম্বারের ও শুভ উদ্বোধন করা হল। ডোনেশান এর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে ফিজিও থেরাপির যন্ত্রপাতি ২ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। আমরা এ পর্যন্ত প্রায় ১.৪০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছি। আপনাদের সকলের নিকট আবেদন আপনারা অর্থ প্রদান করে এবং অর্থ সংগ্রহ করে আমাদের সাহায্য করুন। ২০০৫ সালে প্রবীণ ব্যক্তিদের কল্যাণের লক্ষে আমরা বেথুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। প্রবীণ ব্যক্তিদের সার্বিক কল্যাণের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যেখানে এই সেন্টারটি খোলা হল তা জয় কো-অপারেটিভের বাড়ী। এই বাড়ীটি না পেলে হয়ত আমাদের এটা করা সম্ভব হত না। বাজারদরের চেয়ে অনেক কম ভাড়ায় আমরা এ বাড়ীটি পেয়েছি। আমরা যে কাজে ব্রতী হয়েছি আপনাদের সাহায্য পেলে আমাদের কাজের পরিধি আরও বৃদ্ধি করতে আমরা সমর্থ হব।

সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র বলেন বেঙ্গললাম্প, রংকল, দাশনগর এলাকায় সাপ্তাহিক ক্লিনিকের মাধ্যমে আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলকে প্রাপ্তি-সাপেক্ষে ওষুধ সরবরাহ সহ ডাক্তারী পরিষেবা দেওয়া হয়। বাঁশদ্রোণীতে হোমিও ক্লিনিক চলছে। সেখানে ২ জন হোমিও ডাক্তার বসেন। তাছাড়া ডাঃ হিমাদ্রী বিশ্বাস এম.ডি. বাতরোগ বিশেষজ্ঞ প্রতি বুধবার সেখানে বসেন। এখানে প্রতি শনিবার ডাঃ অনিন্দ্য দেবনাথ (হোমিও) বসেন। ডাঃ প্রাণ শংকর সাহা (অ্যালোপ্যাথী) প্রতি বৃহস্পতিবারে বসেন। আরও ডাক্তার বাবুদের বসানোর জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্যাথোলজী সেন্টার নানাবিধ টেষ্ট এর ক্ষেত্রে আমাদের সদস্যদের ছাড় দিয়ে থাকেন। ডাঃ বিবেক সরকার আমাদের সদস্যদের ফ্রিতে দেখেন। সিলভার লাইন আই হসপিটাল আমাদের সদস্যদের চক্ষু অপারেশনের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ ছাড় দিয়ে থাকেন। ডাঃ অভিজিত সেন, ডাঃ অরূপ চক্রবর্তী ও চক্ষু পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সদস্যদের নিকট থেকে কোন ফি নেন না। প্রতিমাসে 'প্রবীণ বার্তা' নামে একটি পত্রিকা আমরা প্রকাশ করি। প্রবীণ ব্যক্তিদের সচেতন করার লক্ষে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। তাছাড়া প্রবীণদের আনন্দদানের লক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পরবর্তীতে রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সত্যবেদানন্দ মহারাজ বলেন বেথুন ইন্সটিটিউট যে ধরনের কাজকর্ম করে যাচ্ছে তার জন্য তারা প্রশংসার দাবীদার। খুব একটা বেশী দিন হয়নি এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা

হয়েছে। বয়স্কদের জন্য তারা যে পরিকল্পনা নিয়েছেন তা বাস্তব সম্মত। বস্তিবাসী, স্বল্প আয়ের এবং বয়স্ক মানুষদের সাহায্য করার জন্য তারা এগিয়ে এসেছেন। তাদের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। চিকিৎসার বিষয়ে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে, আমি সাহায্য করতে চেষ্টা করব।

শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জয় ইউনিয়ন, কো-অপারেটিভ ও বেথুন ইন্সটিটিউটের কাজ কর্মের বিবরণ দেন। তিনি বলেন আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সত্যদেবানন্দ মহারাজ। আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানাই। তাঁর হাতে আমাদের ফিজিও থেরাপি সেন্টার সহ ডাক্তার চেম্বারের উদ্বোধন হল। এটা আমাদের বড় পাওনা।

রাম মোহন স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রী সুজয় বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন এখানে অনেকেই আছেন আমার বাবার বন্ধু। ওনারা যে কাজ করছেন তার জন্য আমি গর্বিত। এখানে বক্তব্য রাখার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সত্যদেবানন্দ মহারাজ এই সেন্টার উদ্বোধন করায় তাঁর কাছে আমরা সকলে কৃতজ্ঞ। আশাকরি তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে এই প্রতিষ্ঠানের শ্রী উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাবে। আমি সব সময় আপনাদের সাথে আছি, থাকব, - এই কথা ব্যক্ত করে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করেন। শ্রী অলোক রায়চৌধুরী বলেন আমি সব সময় আপনাদের সাথে আছি এবং থাকব। প্রয়োজনে আমি এখানে সপ্তাহে ১ দিন আসতে চেষ্টা করব। তারপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী সঞ্জয় চৌধুরী। শ্রী স্নেহাশু চাকদার এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী।

২২শে মার্চ ২০১৬ স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের বিবরণ।

২২শে মার্চ ২০১৬ বিকাল ৫টায় 'বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়ামে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জীর ৬ষ্ঠ প্রয়াণ দিবস ও শ্রদ্ধেয় হরিদাস মালাকার এর তৃতীয় প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়।

প্রথমে শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জী ও শ্রদ্ধেয় হরিদাস মালাকার এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শ্রী গৌতম চ্যাটার্জীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। সভাপতি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র ও সহ সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রী অম্বর রায় চৌধুরী। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী হরপ্রসাদ সমাদ্দার সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থা ও একালের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিজ্ঞপ্তি

ডাঃ নর্মাণ বেথুন ক্লিনিকের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্যের জন্য আমাদের আবেদনে যাঁরা ইতিমধ্যে সাড়া দিয়েছেন তাঁদের তালিকা আমরা গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ ২০১৬ সংখ্যায় প্রকাশ করেছি।

এরপর থেকে আরও যাঁরা দান করেছেন তাদের নাম ঠিকানা নিম্নে প্রকাশিত হলো। এখনও আমরা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছি। তাই সদস্য / সদস্যা নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে মুক্ত হস্তে দানের জন্য আবার আবেদন জানাচ্ছি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা প্রত্যেক সদস্যবৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে ইংরাজী ২০১৬-১৭ সালের জন্য সদস্যপদ নবীকরণের জন্য টা.১০/- এর প্রবীণ বার্তার বার্ষিক চাঁদা বাবদ টাকা ২০/- মোট ৩০/- জমা দিয়ে আগামী ৩০শে জুন ২০১৬ তারিখের মধ্যে সদস্যপদ নবীকরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

তারিখ ঃ-১৫.০৪.২০১৬

ধন্যবাদান্তে
পেলব মুখার্জী
সভাপতি

সম্পাদকীয়

প্রিয় বন্ধু ও সাথীগণ, সবাই নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন। আশাকরি পরিবার পরিজন সহ সবাই কুশলে আছেন। পুরাতন বৎসরকে বিদায় জানাতে গিয়ে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটির উল্লেখ না করে পারছি না। - যা অবশ্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বহুল প্রচারিত। সম্প্রতি পোস্তায় নির্মীয়মান বিবেকানন্দ উড়াল পুলের একটা অংশ ভেঙে পড়ে। প্রাণ হারায় ২৬জন। আহত অনেকজন। নিহত ও আহতদের পরিবারের সদস্যদের সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা সমবেদনা জানাই।

ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যে বিধান সভার নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে। আপনার এলাকায় নির্ধারিত দিনে আপনার অমূল্য ভোটটি আপনার মনোনীত জনকে অবশ্যই দিয়ে আসবেন। গত ১৮ই মার্চ জয় কো-অপারেটিভের বাড়ীতে (রংকল) আমাদের সংস্থা পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ ফিজিওথেরাপী কেন্দ্র এবং চিকিৎসকদের চেম্বারের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বামী সত্যদেবানন্দ মহারাজ। ২২শে মার্চ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিমল চ্যাটার্জী ও কমরেড হরিদাস মালাকারের প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক বক্তৃতা দেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ শ্রী হরপ্রসাদ সমাদ্দার। ১লা এপ্রিল থেকে সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। সংস্থার সদস্যপদ নবীকরণ করে সংস্থার কর্মকান্ডের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে চলুন বন্ধু, একসঙ্গে এগিয়ে যাই।

চৈত্র অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন বৎসরকে বিদায় জানাই। ঐ সময়ের সকল গ্লানি, ব্যর্থতা ও কালিমা দূরে রেখে নূতন আশা ও নব উদ্যমে নববর্ষকে স্বাগত জানাই। সু-স্বাগতম - ১৪২৩।

আসুন, সবাই মিলে ভাল থাকি .... আনন্দে থাকি।

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	ঠিকানা	টাকা
৫১)	সিলভারলাইন আই হসপিটাল	৩৯৬প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড , কলিকাতা - ৭০০ ০৪৫	২৫,০০০.০০
৫২)	গোল্ডেন আই প্রোডাকশান	১৯৬বি/১এ, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০৩৯	৫,০০০.০০
৫৩)	শ্রীমতি দিপালী রায়	১০এ/১, গোবিন্দপুর রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০৪৫	৫,০০০.০০
৫৪)	শ্রী দেবকুমার গুপ্তা	গোলপার্ক, কোঅপারেটিভ সোসাইটি লি. - কলিকাতা - ৭০০ ০৪৫	২,০০০.০০
৫৫)	শ্রী সনৎ কুমার রায়,	বেহালা কলিকাতা - ৭০০ ০৩২	২,০০০.০০
৫৬)	লিজাডস স্কিন	৩৮২/১, পি.এ.শাহরোড, কলিকাতা - ৭০০ ০৪৫	২,০০০.০০
৫৭)	শ্রী দেবব্রত নাগ	২১, চারুচন্দ্রপ্লেস ইষ্ট, কলিকাতা - ৭০০ ০৩৩	১,০০০.০০
৫৮)	শ্রী ঋষিকেশ দাস	দাশনগর	১,০০০.০০
৫৯)	শ্রী রবীন্দ্র কুমার দে	২/২৭, রাজেন্দ্র প্রসাদ কলোনী - কলিকাতা - ৭০০ ৩৩	৫০১.০০
৬০)	শ্রীমতী দেবাঙ্গী দত্ত	রানীকুঠি	৫০০.০০
৬১)	শ্রী জ্যোর্তিময় গুহ	পি- ৪২, সি.আই.টি. স্কিম, লেকগার্ডেন্স, কলিকাতা -৭০০ ০৪৫	৩০০.০০
৬২)	শ্রীমতী প্রতিমা ব্যানার্জী	কালিঘাট	৩০০.০০
৬৩)	শ্রী সত্যেন বসু	বিজয়গড়	২০০,০০
৬৪)	শ্রীমতী প্রভাতী পাল	বিজয়গড়	২০০,০০
৬৫)	শ্রী সুশান্ত সামন্ত	১০৩ পিলখানা লেন, বর্ধমান	২০০.০০
৬৬)	শ্রী চন্দন কান্তি দাশ	৪/১৬, পোদ্দারনগর কলিকাতা - ৭০০ ০৬৮	১০১.০০
৬৭)	শ্রী মতী বিমলা গুপ্তা	২০৫ যোধপুর গার্ডেন, কলিকাতা - ৭০০ ০৪৫	১০০.০০
৬৮)	শ্রীমতী কমলা মিত্র	৪/২৭, চণ্ডীতলা লেন, কলিকাতা - ৭০০ ০৪০	১০০.০০
৬৯)	শ্রী সুদর্শন ভট্টাচার্য	২১/১৬ এন.সি কারার স্ট্রীট, কোলকাতা -৭০০ ০৫৭	১০০.০০
৭০)	শ্রীমতি মিত্রা দত্ত	২১৬ রাজেন্দ্র এভিনিউ, উত্তরপাড়া	১০০.০০
৭১)	শ্রী মানিক লাহিড়ী	১৬বি পালপাড়া স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭০০ ০০৯	১০০.০০

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethunæ±ō Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra. E-mail-bethune geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in